65955 - সেহেরির সময়ে পড়তে হয় ইসলামী শরিয়তে এমন কোন দুআ আছে কী?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: স্কুলে অধ্যয়নকালে আমি মনে করতাম যে, শুধু ইফতারের সময় বিশেষ দুআ আছে; সেহেরির সময়ে নয়। কারণ সেহেরির সময় নিয়্যত করা হয়; আর নিয়্যতের স্থান হলো অন্তর। তবে আমার স্বামী আমাকে বলছেন যে, সেহেরির সময়ও বিশেষ দুআ আছে। আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট করবেন- এই কথা সঠিক কিনা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

হ্যাঁ, হাদিসে এমন কিছু দোয়া বর্ণিত হয়েছে যে দোয়াগুলো একজন রোজাদার ইফতারের সময় তথা রোজা ভাঙ্গার সময় পড়বেন। যেমন রোজাদার বলবেন:

ذَهَبَالظَّمَأُوَابْتَلَّتِالعُرُوْقُوَثَبَتَالأَجْرُإِنْشَاءَالله

“পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহ চাহে তো সওয়াব সাব্যস্ত হল।”এছাড়াওরোজাদার তার পছন্দমতযে কোন দুআ করতে পারেন।এই দোয়া করার কারণ এই নয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শ (সুন্নাহ) হতে সুনির্দিষ্টভাবে এ ক্ষেত্রে কোন উদ্ধৃতি আছে। বরং এজন্য যে, এটি একটিইবাদতের সমাপ্তি পর্ব। এ ধরনের সময়একজন মুসলমানের দুআ করা শরিয়তসম্মত।

শাইখমুহাম্মদবিনসালেহআল-উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহকেপ্রশ্নকরাহয়েছিল:

ইফতারেরসময়নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম হতেবর্ণিতমাসনুন (সুন্নাহতে প্রমাণিত)দুআআছেকি? এই দোয়া করারসময়ইবাকখন?একজনরোজাপালনকারীকিমুয়াজ্জিনেরসাথেআযানপুনরাবৃত্তিকরবেন;নাকিতারইফতারচালিয়েযেতেথাকবেন ?

উত্তরে তিনি বলেন:

“নিঃসন্দেহে ইফতারের সময় দু'আকবুলের সময়। কারণএটিএকটি ইবাদত পালনের শেষেমুহূর্ত।তাছাড়া অধিকাংশক্ষেত্রে ইফতারেরসময়রোজাদার দুর্বলথাকে। আরমানুষযত বেশিদুর্বল থাকেওঅন্তর যত নরম থাকে সে তত বেশিআল্লাহরপ্রতিঅনুগতওবিনয়ীহয়। ইফতারের সময়ের মাসনূন দুআহল:

اَللّهُمَّلَكَصُمْتُوَعَلَىرِزْقِكَأَفْطَرْتُ

“হে আল্লাহ আমি আপনার জন্য রোজাপালন করলাম এবং আপনার দেয়া রিযিক দ্বারা ইফতার করলাম।”
এ বিষয়ে আরও একটি দোয়া নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে:

ذَهَبَالظَّمَأُوَابْتَلَّتِالعُرُوْقُوَثَبَتَالأَجْرُإِنْشَاءَالله

“পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহ চাহেতো সওয়াব সাব্যস্ত হল।’
এই হাদীসদ্বয় সাব্যস্তের ক্ষেত্রেদুর্বলতা থাকলেওআলেমগণের কেউ কেউ এই হাদিসদুটোকে“হাসান” হাদিস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যাই হোক, আপনিইফতারের সময় এই দুআ দুটি পড়তে পারেন অথবা অন্য যে কোন দুআ করতে পারেন। এটি দোয়া কবুল হওয়ার মুহূর্ত।”সমাপ্ত [মাজমূফাতাওয়াআশ-শাইখ ইবনউছাইমীন (প্রশ্ন নং ১৯/৩৪১)]

“পিপাসা দূরীভূত হল...” ও“হে আল্লাহ, আপনার জন্য রোজা পালন করলাম...”এই দুই হাদীসের তাখরীজ (সনদ-বিশ্লেষণ) জানতে দেখুন (26879) নং প্রশ্নের উত্তর।সেখানে প্রথম হাদিসটির “যয়ীফ” (দুর্বল) হওয়া ও দ্বিতীয় হাদিসটির“হাসান” (মধ্যমমান) হওয়ার বর্ণনা রয়েছে এবং সেখানে দুআ সংক্রান্ত শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ এর ফতোয়াও উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরসেহেরেরিসময় পড়তে হয় এমন কোনবিশেষদুআনেই। শরীয়তসম্মতহল, খাওয়ারশুরুতেবিসমিল্লাহ বলে বা আল্লাহরনামে শুরু করা এবংখাওয়াশেষেআলহামদুলিল্লাহ পড়ে তাঁরপ্রশংসাকরা, যেমনটিসবখাওয়ারবেলায়করাহয়। তবেযেব্যক্তি রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর সেহেরি খায় তিনি এমন একটি সময় পান যে সময়ে আল্লাহ তাআলা অবতরণ করেন এবং যে সময়ে দোয়া কবুল হয়। আবু হুরাইরাহরাদিয়াল্লাহুআনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন:

(يَنْزِلُرَبُّنَاتَبَارَكَوَتَعَالَىكُلَّلَيْلَةٍإِلَىالسَّمَاءِالدُّنْيَاحِينَيَبْقَىثُلُثُاللَّيْلِالآخِرُيَقُولُ: مَنْيَدْعُونِيفَأَسْتَجِيبَلَهُ،مَنْيَسْأَلُنِيفَأُعْطِيَهُ،مَنْيَسْتَغْفِرُنِيفَأَغْفِرَلَهُ) .
(رواهالبخاري (1094) ومسلم (758

“রাতেরশেষে তৃতীয়াংশবাকিথাকতেআমাদেরমহান রব্বদুনিয়ারআসমানে অবতরণ করেন। অবতরণ করতেনিবলতে থাকেন:
‘কেআমার কাছে দোয়া করবে?আমিতারদোয়াকবুল করব।কেআমারকাছেপ্রার্থনা করবে?

আমিতাকেদানকরব।কেআমারকােছইসিতগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেব?আমিতােকক্ষমাকের দিব।"[হাদিসিট বর্ণনাকেরেছনইমাম বুখারী (১০৯৪) ওমুসিলম (৭৫৮)] সুতরাংএসমেয়দুআ করা যেত পাের।যেহতু এটিদুআকবুেলরসময়;সেহিররসময় িহেসেব নয়।

আরিনয়েতর স্থান হেচ্ছ অন্তর। জিহ্বা দ্বারা িনয়তউচ্চারণকরা- শিরয়তসম্মতনয়। শাইখুলইসলামইবনতাইিময়্যাহবেলেছন:"যে ব্যক্তিমেনমেনসংকল্পকরলােয, সেপেররিদনেরাজাপালনকরেব,তেবতারিনয়তকরাহেয়েগেলা।"(37643)ও(22909)নংপ্রশ্েনরউত্তর দেখুন।

আল্লাহই সবচেয় ভাল জােনন।